International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

অযোধ্যা পাহাড় ও প্রাণ প্রকৃতি সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা

(Ayodhya Hills and The Necessity of Conserving Natural Environment)

Gulan Chandra Murmu

Head Teacher, Usuldungri Pry. School M. A. IN BENGALI, WBSET Qualified.

ভূমিকা :-
অযোধ্যা পাহাড়শ্রেণী প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমটার এলাকায় ছড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভূমিরূপগুলির অন্যতম আমাদের অযোধ্যা পাহাড়। চেমটোবুরু অযোধ্যার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। সমুদ্রতল থেকে চেমটোবুরুর উচ্চতা ৬৯৯ মিটার। দ্বিতীয় উচ্চতম গর্গাবুরু। উচ্চতা ৬৭৭ মিটার। তবে আমাদের কাছে অযোধ্যার শুধুই পাথরের তৈরী ভূমিরূপ নয়।
আয়োদেয়া নামকরণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে অনেক দিন আগে থেকেই আদিবাসী মানুষ জন এই পাহাড়ের উপর বসবাস করে আসছে। একটা শিশুর বেড়ে ওঠার পেছনে যে মায়ের পিঠে বোঝা চাপানো থাকে সেইরূপ এই পাহাড়ের ভালোবাসা, স্নেহের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন গ্রামের মানুষদের বসবাস। ,
অধ্যয়ন ক্ষেত্রের পরিচিতি :- অযোধ্যা পাহাড়

ঐতিহাসিক পটভূমি :
আয়োদেয়া বুরু তে অনেক আগে থেকেই আদিবাসী মানুষ যথা সাঁওতাল, ভূমিজ, বিরহড়, পাহাড়িয়া এই অযোধ্যা পাহাড়ের উপর প্রকৃতি নির্ভর বিভিন্ন জঙ্গল এলাকায় শান্তি পূর্ণ ভাবে বসবাস করে এসেছে লাক্ষা চাষ ও কাঠ সংগ্রহের তাগিদে। তখন অযোধ্যা পাহাড় ঘন জঙ্গলে পুরিপূর্ণ ছিল ও বন্যহাতির উপদ্রব মোটেই ছিলো না।

বাসবাসের ধারণা ও প্রথা:-
পাহাড় জঙ্গলে উৎপাদিত ফল মূল, লাক্ষাচাষ, ও বনজসম্পদ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন এর তাগিদে ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি র তাড়নায় তারা শান্ত নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়েছিল।
বর্তমানে এই অযোধ্যা পাহাড়ের উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে মোট ৯২টি আদিবাসী গ্রামের মানুষদের বসবাস। যা ৫টি ব্লকে বিভাজিত, অর্থাৎ বাঘমুন্ডি ব্লকে ৪টা গ্রামপঞ্চায়েতে ৭৫টি গ্রাম, বলরামপুর ব্লকে ১টা

গ্রামপঞ্চায়েতে ৪টা গ্রাম,আড়শা ব্লকে ২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০টি গ্রাম,ঝালদা-২ ব্লকে ১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২টি গ্রাম ও ঝালদা-১ ব্লকের ১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১টি গ্রাম।।

পাহাড়ের ৯২ টি গ্রামের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র দুইটি।

অযোধ্যা পাহাড় আশ্রমধর্মি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কারামডুংরি ও অযোধ্যা পাহাড় হাই ইস্কুল (রাঙ্গা)।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপ স্বাস্থ্যকেনন্দ্রের সংখ্যা মাত্র তিনটি। অযোধ্যা , রাঙ্গা ও তেলিয়াভাসা।

জুনিয়ার স্কুল ৬টি, প্রাইমারি স্কুল ২৭ টি, লাইব্রেরি ১ টি।

সমাজ জীবন ও খাদ্যভ্যাস:-

আজ থেকে ৩০ বছর আগে যখন পাহাড়ে গাড়ি উঠার রাস্তা ছিল না,কোনো দোকান দানি ছিল না, তখন ২০ কিমি দূরে পায়ে হেঁটে নুন আনতে যেতে হয়েছে সঙ্গে মাথায় কিংবা কাঁধে শুকনো কাঠ বয়ে নিয়ে সামান্য পয়সার তেল ও নুন কেনার জন্য এবং উনুনে আগুন ধরানোর জন্য দুটি শুকনো কাঠের কাঠিকে ঘর্ষন করে আগুন জ্বালিয়েছে। যা এখোনোও গরু ছাগল চরাতে যাওয়া বালক গুলো জঙ্গলের আলু(তগেয়া সাং,আসের সাং,বাহা সাং,ডুলাং সাং,ঘং লতার ফল, টিপচ্ মূল,বাগাল পিঠা মূল, ইত্যাদি) ও ঝরনা থেকে আহোরিত কাঁকড়া কে পোড়ানোর জন্য দুটি শুকনো কাঠের কাঠিকে (পুং পুতলা গাছের ও স্ত্রী পুতলা গাছের) ঘর্ষন করে আগুন জ্বালিয়ে ঝলসে খেয়েছে একসময়। পরে জানহে, কুদলি, খদে, ভুট্টা, বাজরা,অড়হর চাষ করে খাদ্যভাব মিটিয়ে এসেছে।

মাথায় শ্যাম্পু হিসেবে এঁটেল মাটি ও কাপড় চোপড় পরিষ্কার করার জন্য উনুনের ছাই কে ব্যবহার করেছে।

লিঙ্গ ভিত্তিক ভূমিকা:-

পুরুষ মহিলা উভয়ই সবরকম কাজে সমান ভূমিকা পালন করে এসেছে

ঐতিহ্যগতজ্ঞান ও সংগ্রহের পদ্ধতি:-

এক বেলা খাবার জুটানোর তাগিদে দল বেঁধে জঙ্গলে পাড়ি দিয়ে বা "সেঁদরা সাঁঘার" করে খাবার সংগ্রহ করতেন যেমন-- ১)বুড়জু ফল,২) ঘং ফল,৩)কাঁড়য়ের,৪)কেন্দ,৫)পিয়াল,৬)ভেলা,৭)আম, ৮)জাম, ৯)মেরলেচ্, ১০)বিরহতি,১১)ডাহু, ১২) লোওয়া,১৩)পড ,১৪) কুড়িৎ রামা, ১৫) কুসুম,১৬) মাকেড় কেঁদা ও ১৭)গ্যাঁঠা, ১৮) বিভিন্ন প্রকার আলু(তগেয়া,আসের,ডুলাং,বাহা,বেঁগ সাং,জেরো সাং) এবং বিভিন্ন প্রকার ছাতি (যেমন পুটকা ছাতি,বড়কা ছাতি, বালি ছাতি, শিলাপ কাটাপ্পা, অর তুদ,তরমাল ছাতি, কাড়হান ছাতি, মুচি ছুরি, সিম ছাতি, কামার ছাতি, প্রভৃতি।

জঙ্গল থেকে আরোহন করা বিভিন্ন প্রকার শাখ,:-যেমন ১.কৌড়ল ২.অড়শা ৩.ময়ূরঝুঁটি ৪.মটমুটি ৫.মাঠাসুরা ৬.কিদুব ৭. কৌরল (কুঁচি বাঁশের ডগা) ৮.চাকান্ডা,৯.বন্ কারলা,১০. বন কুন্দ্রি, ১১.চেরেঞ আড়াঃ।

কেন্দু পাতা, শাল পাতা,দাঁতন কাঠি, শুকনো কাঠ, মধু মোম সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে সামান্য অর্থ উপার্জন করেছে।

@@ঘরের ব্যবহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করেছে জঙ্গল থেকে যেমন:- (অ.)দড়ি(উদল গাছ,মচড়া,অলাৎ গাছের ছাল ও দধি ,ঘং,চিড়রা লতা,(আ.)ঘর ,খাটিয়া,ও হাল- লাঙল বানানোর জন্য নির্দিষ্ট করা প্রয়োজনীয় কাঠ যে গুলো ফল ,ফুল বা ঔষধীতে লাগে না ।।

(ই) ঝাড়ু বানানোর জন্য:- ১)সাবাই ঘাস, চিরু ঘাস,খাড়াং, বাঁড়য়র, বুরুলুকুই,সাগাঃ ইত্যাদি।

(ঈ) খুন্তি বানানোর জন্য,(উ) চাটু র জন্য শুকনো লাউ (ঊ) ধান বা ভুট্টা,কদে,গুঁদলি,বাজড়া,গুঁড়ি কুটার জন্য যে মিশিন (ঢেঁকি) সেটাও কাঠ ।

(এ)বর্ষাতে ঢাকা নেওয়ার জন্য ঘং পাতা প্রভৃতি জঙ্গলের মধ্যে থেকেই সংগৃহীত হত।

অর্থাৎ অযোধ্যা পাহাড় এটিএম এর মতো তাদেরকে যোগান দিতে পেরেছে।

গাছের নিচে থাকা ছোট ছোট ঔষধি উদ্ভিদের নাম:-

১,হাতকান,ভূঁই চম্পা,ভূঁই কমল,লাল পিঁয়াজ,ভূঁই কুমড়ো,কঁগাৎ,বাদগয়চাঃ,মৃত সঞ্জীবনী,নীল কন্ঠ,হুটের,টাঁড় মূলা, বন্ আলতি, বন্ পিঁয়াজ,টিপচ্,ঠচ্, গায় ঘুরা,বাঁড়য়র,চাওলে রেহৎ,দুধ লাউ,

লতা জাতীয় ঔষধি গাছের নাম##

১) ছোট পাড় ২)বড়ো পাড় ৩) মরন জীওয়ন,৪)কেঁওয়াৎ, ৫)কুরসি,৬)এৎকা ,৭)বির মালহান,৮)বির হড়েচ্,৯)বির কুঁদরী,১০)বির কারলা,১১)কাহু বাৎকা,১২)ইচ্ এওয়ের,১৩)দধী,১৪)শ্বেত মূল,১৫)অনন্ত মূল,১৬)চিড়রা, ১৭)বাঁওলা, ১৮)বাগাল পিঠা,১৯)রালি,২০) কুড়িৎরামা, ২১)গদ্,২২)গুঁদলি বুসুপ ,২২) কুজরি,২৩)কুঁদরু,২৪)কাঁড়োয়াদ

এই গুলি ব্যবহার করে শরীরের নানারকম রোগ নিরাময় করেছে সেই সময়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব:-

** আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে পবিত্র হিসাবে ব্যাবহৃত গাছের নাম:-(অর্থাৎ শিশুর ভূমিষ্ট হোওয়ার পরবর্তি সামাজিক ক্রিয়া- কর্ম, সমাজের বিভিন্ন সময়ের পূজা-পার্বন,বিবাহ অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ইত্যাদিতে) ।

১)শাল গাছ,২)আসন গাছ,৩) আম গাছ,৪)জাম,৫)সেকরেজ ৬)মহুল ৭)ইচাঃ ৮) কেন্দ ৯)ভেলা, ১০)অশ্বথ ১১) করম,১২) আমলকি ।

** ঔষধ হিসাবে ব্যাবহৃত গাছ **

১- রহিন,২-সেরকা,৩-বাড়িয়া কাচুম্ব,৪-পজ,৫-বানাহাটাঃ,৬-বট,৭-কুঁড়চি,৮- অশ্মথ,৯- শাল,১০- ডুঁড়ুকুচ ,১১-বেল,১২- এটকেচ্,১৩- চুরচু,১৪- নিম ,১৫-পেটরা,১৬-শিমল ,১৭-মুরগা,১৮-আমলুকি,১৯- হরিতকি,২০-বহড়া,২১ শিউলি ২২,লট,২৩,নূড়ূচ,২৪-শিরহী,২৫)বুইসা ইত্যাদি ,ইত্যাদি

পাহাড়ে থাকা অন্যান্য গাছ###

পুতলা,ধ,ঝিঁঝির,পপড়ো,গাড়িসিঁদুর,গাডাতেরেল,
বনখাপসা,রিডে,লাকড়ামুতা,শিরিশ,তিলায়,ভাবরি,লেঁজরা,অলাৎ,উমে,হুপু,কারি,ডকা,পাঁজন,আমড়া,ঘুড়মন গাছ

₹₹ সংস্কৃত শ্লোক আছে ₹

"অমন্তরনম্ অক্ষরম্ নাস্তি,নাস্তি মূল মনৌষধম্।

অযোগ্য পূরুষঃ নাস্তি,যোযকোস্ত্র দূর্লোভ্যা ।।" অর্থাৎ
এমন কোনো অক্ষর নাই,যা দিয়ে মন্ত্র রচিত হয় না,
এমন কোনো মূল নাই,যা দিয়ে ঔষধ তৈরি হয় না,
এমন কোনো পূরুষ মানুষ নেই,যার দ্বারা কোনো কাজ হয় না,, কেবলমাত্র যোজনার অভাব।

_____ অযোধ্যা পাহাড়ে থাকা বন্য জন্তুর নাম_
হাতি,বাঘ,হরিণ,খরগোষ,হায়না,শিয়াল,মাহলা,কোটাশ,বনবিড়াল,ভাল্লুক,শূয়োর,সূর্যমুখী,গোসাপ্,সেগা, কাটবেড়ালি,সগৎ,বহুরুপি,কুলসেরেঞ,গিরগিটি,সোজারু,চিতাবাঘ,হরিণ,পেঙ্গলিন,ময়াল,শুয়োর হায়না,শজারু,খরগোশ ,সগদ,সেগা,সারাম বাবেয়া, জঙ্গলে বাস করা পাখির নাম:-- ল,লক্ষীপেঁচা,ময়ূর,গুৎরুৎ,এরে ,তুলাডাড়িৎ,কেরকেটা,বুলবুলি,টুনটুনী,মাছরাঙা,বুড়িউড়িৎ,ফুচি,রেচপিয়াং,ফিঙে,কাক,বক,বুড়িমাউকাল,জিহু,ডাহুক,বনমোরোগ,চিতরি,কোয়েল,ঘুড়রি,হুকের,চাঞ্চির,টিটিটেঙ্গচ্,কুটামদাবি,ভরলিং,টিয়া,কারিকুরি,কুটিশ ,অড়ে,পিয়ো,সুগি,মাতকম,কোকিল,ময়না,কামার চেঁড়ে,পাৎটিপি,গুৎরুৎ,বারোম্যাশা,আশকাল,পাঁড়কা, হুহাঁড়,ইত্যা।

ধর্মীয় তাৎপর্য:-
আদিবাসী মানুষ জনেরা শ্রেষ্ট দেবতা হিসাবে "মারাংবুরু" কে মানে যা আক্ষরিক অর্থ "বড়পাহাড়" বুঝায়। যেখানে বনদেবতা, ঝর্না দেবতা, গাছ দেবতা বিরাজমান থাকে। এমনকি ধর্মীয় সামগ্রী বিভিন্ন গাছের পাতা, ধুনা, বন জঙ্গল থেকেই আহরিত।

শ্রেষ্ঠ দেবস্থান "জাহের থানে"ও গাছ ও পাথর কেই পূজা করে সেখানে শাল গাছ, মহুয়া গাছ, কেন্দ গাছ অন্যান্য সমস্ত গাছ না থাকলে দেবস্থানের মর্যাদা পায় না, যা গাছ ও মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস আদানপ্রাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকে। তাই প্রকৃতি কে পুজো করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে বিশ্বাসী।

অযোধ্যায় পাহাড়ের দর্শনীয় স্থান:-
বামনি ঝর্ণা অযধ্যা পাহাড়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। বামনি ঝর্ণা কালাফুলিয়া ও হাতিনাদা পুখরি-র জল জঙ্গল চুঁইয়ে এসে মেশে বামনি ঝর্ণা। ওখানে ছিলো ভিতরগড় জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্যদিয়ে চপলা হরিণির মতো বয়ে চলত বামনি নদী।

হিলটপ-এর কাছেই বাগানডি গ্রামে রয়েছে ভুড়ভুড়ি ডাড়ি । - যা একটি আর্টেজিয় কূপ ও উষ্ণ/শীতল প্রস্রবণ। বছরের কখনই এই জল শুকায় না। সারা বছর জলের প্রবাহ ভুড়ভুড়ি ডাড়ির প্রান্তরকে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব দিয়েছে। সাঁওতাল ও ভূমিজ জনগোষ্ঠীর কাছে এই অঞ্চল পবিত্র "সুতৌনটান্ডী" -এর গুরুত্ব বহন করে।

মাতকমডি গ্রামের কাছেই রয়েছে হাঁড়ুওয়া ডুংরি । হাঁড়ুওয়া কচি বাঁশ থেকে বানানো একটি খাবার। সূর্যের আলোয় কোরিল বা কচি বাঁশের গোড়া শুকিয়ে তৈরী হত হাঁড়ুওয়া। ময়ূরের দেখা মিলত অহরহ।

*@__ অযোধ্যা পাহাড় এর দর্শনীয় স্থান
. পারডি ডেম(Off beat)
গরগাবুরু পাহাড় দর্শন

পাখি পাহাড়(মুররাবুরু)
মাঠাবুরু পাহাড় দর্শন
লহরিয়া শিব মন্দির
লহরিয়া ডেম (কেষ্ট বাজার ডেম)
লোয়ার ডেম
আপার ডেম
সাঁওতাল গ্রাম দর্শন
ময়ূর পাহাড় (হাঁড়ুওয়া ডুংরী)
রাম মন্দির
চিরন্তন দীপ শিখা প্রজ্বলিত দুর্গা মন্দির
(অযোধ্যা কৃত্তিবাস আশ্রম)
সীতা কুন্‌ডু (ভূড়ভূড়ী ডাঁড়ি)
সূতান টান্ডী (আযোদিয়া)
শিকার ডাঁড়ি
উসুল ডুংরি (সূর্য উদয় স্থান) [Off beat]
কালি জলপ্রপাত [Off Beat]
খয়রাবেড়া ডেম
চেমটাবুরু পাহাড় দর্শন (দাউড়া বুরু)
মুখোশ গ্রাম (চড়িদা)
টুরগা ডেম
ঘাটকোচা ফলস
টুরগা জলপ্রপাত
বামনী জলপ্রপাত
মার্বেল হ্রদ(বামুন কাটা ডুংরী)
মার্বেল ওয়াচ টাওয়ার
মুরগুমা ডেম
সুইসাইড পয়েন্ট (উকামবুরু)
সয়াগত জলপ্রপ
মাচকান্দা জলপ্রপাত [Off Beat]
পিটিধিরী জলপ্রপাত [Off Beat]
ছলছলিয়া জলপ্রপাত[Off Beat]
Ghageswari জলপ্রপাত [Off Beat]
বাড়েডি জলপ্রপাত [Off Beat]
মহাদেব বেড়া [Off Beat]
ডাংরি খাল [Off Beat]

1. ক্রিদির ঘুটু:-

2. গল্ বুনুম (এদেলবেড়া)
3. হাতি খুন্টাও ধিরী(এদেলবেড়া)
4. মারাং বুরু পাঁজা চাটানি,(এদেলবেড়া)
5. চাড়রি ডুংরী (উশুলডুংরী)
6. মেরম জোড়া চাটানি (বির ভিতরী)
7. চাড়রি ডুংরী (চাঁদনী পাহাড়,সাপারম বেড়া)
8. জুগনি গুহা , (সাপারমবেড়া)
9. কুড়িক জাহের (কালিঝরনা)
10. মারাং বুরু(ঠুড়গা বীর)
11. গজা বুরু(শালনি)
12. ধানসূড়া চাটানি(শালনি)
13. কাঁড়াগজা বুরু
14. মারিচ কচা বুরু
15. চঁদা ধিরি
16. বঁগা দাড়াং
17. চাঁন্দান পানি(হিঁগুটাঁড়ি)

অযোধ্যার পাহাড়ের ধর্মীয় উৎসব :-

মাঘ সিম বঙ্গা ও আখ্যান যাত্রা (মাঘ মাসে) । বাহা পরব (ফাল্গুন মাস)। আযোদিয়ৗ সেঁন্দ্রা (বৈশাখী পুর্নীমা)। রহিন পরব (জৈষ্ঠ্য মাস)। এরঃ সিম বঙ্গা (আষাঢ় মাস)। কারাম পরব (ভাদ্র মাস)। দাঁসাঈ (আশ্বিন মাস)। সহরায় পরব (কার্তিক মাস) । আঁঘাড় সাকরীত (অঘ্রায়ন মাস)। মকর পরব (পোষ মাসে) । সহরায় সাঁওতাল ও ভূমিজ মানুষের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। সহরায় উপলক্ষে নানা রং বেরং এ ও কারু কার্যে সেজে ওঠে অযোধ্যা পাহাড় এর সমস্ত গ্রামের মাটির দেয়াল।

আধুনিক পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ/আইন, নীতি, সংঘাত:-

বর্তমানে বনভূমি দখল, অবাধ বৃক্ষ নিধন প্রজেক্ট, চোরা শিকারি কারবারে, ও বন কর্মীদের নিয়োগের অভাবে ও আইন রাজনৈতিক কারনে পাহাড় ও প্রাণ প্রকৃতি রক্ষা করা বড় চেলেঞ্জএর মুখে দাঁড়িয়েছে।

উপসংহার:-প্রকৃতির দান এই পাহাড়, জঙ্গল, জীব জন্তু রক্ষায়,এবং সবুজায়ন গড়ে তুলতে সকল মানুষ কে সচেতনতার সাথে এগিয়ে এসে ভবিষৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

Refference

১)অযোধ্যা (সুবোধ বাসুরায় সম্পাদিত, ছত্রাক ৩, ৬ই অক্টবর ১৯৮৩)
২)পুরুলিয়া জেলার থানা গুলির ইতিহাস (দিলীপ কুমার গোস্বামী।
বিশেষ সাক্ষাৎকার

৩) নকুল চন্দ্র বাস্কে, বাগমুন্ডি মুলুক পারগানা, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল, (নিবাস: ছাতনি, অযোধ্যা, পুরুলিয়া)

৪) ভাদো মুর্মু, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী, অযোধ্যা, বাঘমুন্ডি, পুরুলিয়া।

৫) বিষ্টু টুডু, মাঝি বাবা, খেরোয়ালডি, অযোধ্যা, পুরুলিয়া।

৬) শ্যাম সুন্দর মান্ডি, শিক্ষক ও আজদিয়া দিরহী বাবা, এদেলবেড়া, অযোধ্যা, পুরুলিয়া।